

Bangla Sahityer Itihas (Unis 0 Bish shatak)
AHBNG-201C-3 SEMESTER-2 (HONS)

BANKIM CHANDRA CHATTERJEE

UJJWAL PRAMANIK SACT-1
DEPARTMENT OF BENGALI, SALTORA NETAJI
CENTENARY COLLEGE

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬ জুন ১৮৩৮ – ৮ এপ্রিল ১৮৯৪)



তিনি ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিক।
বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তার অসীম অবদানের
জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন।
তাকে সাধারণত প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে
গণ্য করা হয়। তবে গীতার ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে, সাহিত্য
সমালোচক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি
জীবিকাসূত্রে ব্রিটিশ রাজের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলা
ভাষার আদি সাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
ছিলেন। তিনি ছদ্মনাম হিসেবে কমলাকান্ত নামটি বেছে
নিয়েছিলেন। তাকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা
হয়।^[৩] এছাড়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য সম্রাট হিসেবে
পরিচিত।^[১]
বঙ্কিমচন্দ্র রচিত আনন্দমঠ (১৮৮২) উপন্যাসের কবিতা বন্দে
মাতরম ১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের
জাতীয় স্তোত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

জন্ম ও বংশপরিচয়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি শহরের নিকটস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে। তারিখ ২৬ জুন, ১৮৩৮ অর্থাৎ ১৩ আষাঢ় ১২৪৫। চট্টোপাধ্যায়দের আদিনিবাস ছিল ভূগলি জেলার দেশমুখো গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রামজীবন চট্টোপাধ্যায় কাঁঠালপাড়ার রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। রামজীবনের পুত্র তথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে কাঁঠালপাড়ায় আসেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন।^[৬] রামহরির পৌত্র যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র,মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী,বঙ্কিমের পূর্বে তার আরও দুই পুত্রের জন্ম হয় – শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপন্যাস	প্রকাশকাল	বিস্তারিত তথ্য
<u>Rajmohans Wife</u>	১৮৬৪	বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এটি ১৮৬৪ সালে 'Indian Field' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
<u>দুর্গেশনন্দিনী</u>	মার্চ, ১৮৬৫	ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম <u>বাংলা উপন্যাস</u> । রচনাকাল ১৮৬২-৬৪। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে উপন্যাসের তেরটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৮৯৩ সালে।
<u>কপালকুণ্ডলা</u>	১৮৬৬	কাব্যিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। মেদিনীপুর জেলার নেগুঁয়া মহকুমায় (বর্তমানে <u>কাঁথি মহকুমা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা</u>) অবস্থানকালে অর্জিত কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উপন্যাস রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। সমালোচক মহলে উচ্চ-প্রশংসিত হয় এই উপন্যাস। ^[১]
<u>মৃগালিনী</u>	১৮৬৯	ঐতিহাসিক উপন্যাস। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত। ^[২]
<u>বিষবৃক্ষ</u>	১৮৭৩	সামাজিক উপন্যাস। <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ, ১২৭৯) থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। মোট সংস্করণের সংখ্যা আট। সর্বশেষ সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৮৯২ সালে।
<u>ইন্দ্রিয়া</u>	১৮৭৩	অনু-উপন্যাস। <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকায় (চৈত্র, ১২৭৯) ছোটোগল্প আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সালে ৪৫ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ১৮৯৩ সালে ১৭৭ পৃষ্ঠার একটি অনু-উপন্যাসে
<u>যুগলাঙ্গুরীয়</u>	১৮৭৪	ঐতিহাসিক অনু-উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকায় (বৈশাখ, ১২৮০)। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৬। ১৮৯৩ সালে পঞ্চম তথা সর্বশেষ সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৫০।

<u>চন্দ্রশেখর</u>	১৮৭৫	রোম্যান্সধর্মী উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১২৮০ – ভাদ্র, ১২৮১)। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সংস্করণ ১৮৮৯ সালে মুদ্রিত।
<u>রাধারাণী</u>	১৮৮৬	অনু-উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকায় (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১২৮২)। ১৮৭৭ ও ১৮৮১ সালে উপন্যাস – অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ গ্রন্থে সংকলিত হয়। ১৮৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের সময় পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৮। ১৮৯৩ সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে হয় ৬৫।
<u>রজনী</u>	১৮৭৭	রোম্যান্সধর্মী উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকায় (১২৮১-৮২)। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সংস্করণ ১৮৮৭ সালে মুদ্রিত। ^[৩]
<u>কৃষ্ণকান্তের উইল</u>	১৮৭৮	সামাজিক উপন্যাস। ১৮৮২ ও ১৮৮৪ সালে <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সংস্করণ ১৮৯২ সালে মুদ্রিত।
<u>রাজসিংহ</u>	১৮৮২	ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকায় (চৈত্র, ১২৮৪ – ভাদ্র, ১২৮৫)। পত্রিকায় অসমাপ্ত উপন্যাসটি সমাপ্ত করে ১৮৮২ সালে ৮৩ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে হয় ৯০। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ৪৩৪।

<p><u>আনন্দমঠ</u></p>	<p>১৮৮২</p>	<p>বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকায় (চৈত্র, ১২৮৭ – জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯)। ১৮৯২ সালে মুদ্রিত। <u>ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় স্তোত্র বন্দেমাতরম্</u> এই উপন্যাস থেকে গৃহীত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে রচিত। এই উপন্যাসে লেখকের দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।</p>
<p><u>দেবী চৌধুরাণী</u></p>	<p>১৮৮৪</p>	<p>ঐতিহাসিক উপন্যাস। বিভিন্ন সময়ে <u>বঙ্গদর্শন</u> পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সংস্করণ ১৮৯১ সালে মুদ্রিত।</p>
<p><u>সীতারাম</u></p>	<p>মার্চ, ১৮৮৭</p>	<p>ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। <u>প্রচার</u> পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১২৯১ – মাঘ, ১২৯৩; মাঝে কয়েকমাসের বিরতি সহ) প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪১৯। তৃতীয় ও শেষ সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় মুদ্রিত হলেও প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৮৯৪ সালের মে মাসে।</p>

ধন্যবাদ